মৌলভীবাজারের ২৩শে মার্চ '৭১-এর স্মৃতি

এমএ মোহাইমিন সালেহ

২৩ শে মার্চ ১৯৭১ সাল। পাকিস্তান দিবস। সরকারি ছুটির দিন। দিনটি ছিল প্রত্যেক বাঙালির জন্য ঘৃণাভরা কালোব্যাজ ধারণের দিন। বাঙালিরা পাকিস্তান নামক শব্দটি অন্তর থেকে মুছে স্বাধীন বাংলাদেশের স্বপ্নে বিভোর ছিল। বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণের পর স্বাধীনতার লক্ষ্যে প্রতিদিন আমাদের কর্মসূচি থাকতো। আমি তখন মৌলভীবাজার কলেজের ছাত্র এবং সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের নির্বাহী সদস্য। মৌলভীবাজারের স্বাধীনতা আন্দোলন তখন সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের নেতৃত্বে বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে পালন করা হতো। কর্মসূচির মধ্যে ছিল হরতাল, মিছিল এবং চৌমোহনায় মিটিং।

সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের নেতৃত্বে ছিলেন মাহমুদুর রহমান, আজিজুল হক ইকবাল, মুজিবুর রহমান মজিব, রানা চৌধুরী, জয়নাল আবেদীন, হারুনুর রশিদ, আবদুল ওয়াদুদ, আবদুল ওহাব চৌধুরী, মতিউর রহমান চৌধুরী, মসু, সুজা, ছাব্বির আহমদ মুমেন, আবদুল বাছিত,স্বপন চক্রবর্তী, নূরুল ইসলাম মুকিত, মরহুম আবদুল মুকিত (শহীদ মুক্তিযোদ্ধা), সৈয়দ সিদ্দিকুল হাসান, সৈয়দ বসারত আলী, আজিবুর এবং আমি।

ঐ সময় জেনারেল ইয়াহিয়া খান, জেনারেল টিক্কা খান, জেনারেল নিয়াজীসহ জুলফিকার আলী ভুট্টো বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে সমঝোতার জন্য ঢাকায় অবস্থান করছিলেন। প্রতিদিনের মতো ২৩ শে মার্চ সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের কর্মসূচির মধ্যে ছিল শহরে মিছিল প্রদক্ষিণ। বেলা ১১টায় সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের নেতৃত্বে কলেজ প্রাঙ্গণ থেকে একটি বিরাট মিছিল বের হয়। মিছিলটি যখন কলেজ প্রাঙ্গণ থেকে কোর্ট প্রাঙ্গণে পৌঁছায় সঙ্গে সঙ্গে হাজার হাজার লোক হাতে লাঠিসোটা, দা, বল্লম, যার যা কিছু আছে সব নিয়ে মিছিলে যোগ দেয়। মিছিলটি জঙ্গিরূপ নেয়। প্রত্যেকের মুখে স্লোগান ছিল– বীর বাঙালি অস্ত্র ধর, বাংলাদেশ স্বাধীন কর, সংগ্রাম সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম, সংগ্রাম সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম, জয় বাংলা।

কোর্ট প্রাঙ্গণে তখন মৌলভীবাজার মহকুমার এসডিও (পাঞ্জাবি বংশোদ্ভূত)-এর নেতৃত্বে অসংখ্য পুলিশ-আনসার বাহিনী। মিছিলের স্লোগানে তারা নীরব ভূমিকা পালন করছিল। বেশির ভাগ বাঙালি সদস্য থাকলেও মূল নেতৃত্বে ছিল পাঞ্জাবি অফিসাররা। ওই সময় দেখলাম কোর্টের প্রধান ভবনের উপর পাকিস্তানি পতাকা উড়ছে। কোন অবস্থাতেই সেটা সহ্য করতে পারলাম না। আমরা যেখানে মুক্তি ও স্বাধীনতার স্লোগান দিয়ে দেশকে কাঁপিয়ে তুলেছি, সেখানে পাকিস্তানি পতাকা সরকারি ভবনগুলোতে উড়ছে–তা হতে পারে না। ক্ষিপ্রগতিতে মিছিল থেকে বের হয়ে কোর্টের পেছনের দিকে (উত্তর দিকে) ভবন সংলগ্ন একটি কাঁঠাল গাছ বেয়ে কোর্টের ছাদে উঠলাম। পাকিস্তানি পতাকাটি নামিয়ে নিচে নেমে দেখি মিছিলটি সার্কিট হাউজ পার হয়ে যাচ্ছে। আমার সঙ্গে তখন ছিল মুমেন ও আরও একজন দিলিপ দেব। আমরা দৌড়ে আবার মিছিলে শরিক হলাম। পুলিশ বাহিনীর এমন প্রহরা অবস্থায় কিভাবে যে

পতাকাটি নামালাম তা বুঝতেই পারিনি। আসলে মুক্তি ও স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষায় মৃত্যু কি, তা ভুলে গিয়েছিলাম।

সারা শহর মিছিলে মিছিলে মুখরিত। আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি তথা সমস্ত প্রশাসন যেন মনে হয়েছিল আমাদের হাতে। প্রতিদিন বিকালে চৌমোহনায় সমবেত হই। অন্যান্য দিনের তুলনায় ঐ দিনের সমাবেশ ছিল বিরাট। কেউ আর ঘরে বসে নেই। সভা শুরুর প্রাক্কালে আমি পতাকাটি সবার সম্মুখে বের করি এবং লাঠির মাথায় বেঁধে আমরা সবাই জয় বাংলা স্লোগানের মাধ্যমে ঐ পতাকায় আগুন লাগিয়ে দেই। লাঠিটি আমার হাতে ছিল এবং পাকিস্তানি পতাকাটি প্রথম মৌলভীবাজার শহরে হাজার হাজার মানুষের সামনে দাউ দাউ করে পুড়ছিল (ওই সময় ফটোগ্রাফার কয়েকটি ছবি তুলেছিল)।

ওই দিনই আমি, রানা চৌধুরী, মুমেন, স্বপন চক্রবর্তী,, আজিবুর রহমান, সুজা, মরহুম আবদুল মুকিত (শহীদ মুক্তিযোদ্ধা) ও হারুন ভাই পুলিশের অস্ত্রাগার লুণ্ঠন করি এবং আমরা সবাই মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করি। ১২ই এপ্রিল পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী যখন মৌলভীবাজার শহর দখল করে তখন আমি, রানা চৌধুরী, আবদুল ওহাব চৌধুরী সহ আরও কয়েকজনের নামে পাকিস্তানি পতাকা পোড়ানোর অপরাধে মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা এবং ধরিয়ে দেয়ার জন্য পুরস্কার ঘোষণা করেছিল। সে স্মৃতি মনে পড়লে আজও শিহরিত হই। নিজেকে নিয়ে গর্ববোধ করি এ জন্য যে, আমরা বাস করছি স্বাধীন দেশে, যে দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের আমিও একজন সৈনিক।